০৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

প্রেসবিজ্ঞপ্তি

"ভিকটিম এবং সাক্ষীদের পরিচয় প্রকাশ: প্রয়োজন সুরক্ষার"

আজ ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর উদ্দ্যোগে "ভিকটিম এবং সাক্ষীদের পরিচয় প্রকাশ: প্রয়োজন সুরক্ষার" শীর্ষক একটি পরামর্শসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ গীতিআরা নাসরিন, অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় । প্যানেল আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের জেন্ডার জাস্টিস এন্ড ডাইভারসিটি এন্ড মাইগ্রেশন প্রকল্পের পরিচালক শিপা হাফিজা; ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ এর চেয়ারম্যান মোঃ মফিজুর রহমান; দৈনিক প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক মিজানুর রহমান খান।

ব্লাস্টের জ্যেষ্ঠ গবেষক এ্যাড. রেজাউল করিম সিদ্দিকী এবং গবেষক এ্যাড. সারাবান তাহুরা জামান বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের আলোকে সহিংসতার শিকার বিশেষত: নারী ও শিশুর পরিচয় প্রকাশের বিধি-নিষেধ সমূহের উপর একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানটির সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন ব্লাস্টের অনারারী নির্বাহী পরিচালক ব্যরিস্টার সারা হোসেন এবং সঞ্চালনা করেন মাহবুবা আক্তার, উপ-পরিচালক, এডভোকেসি এন্ড কমিউনিকেশন, ব্লাস্ট।

বাংলাদেশে অপরাধের শিকার কোনো ব্যক্তি বা সাক্ষী বা কোনো অপরাধীর পরিচয় প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনোরূপ সুরক্ষার সার্বিক আইন নেই, তবে বিভিন্ন বিশেষ আইনে বিচ্ছিন্নভাবে সহিংসতার শিকার ব্যক্তির বিশেষত নারী ও শিশুদের পরিচয় প্রকাশে সুনির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যেমন: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর ধারা ১৪; মানব পাচার দমন ও প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ধারা ৩৭(২); শিশু আইন, ২০১৩-এর ধারা ৮১ অনুযায়ী সংবাদমাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত নারী ও শিশুর পরিচয় প্রকাশ পায় এমন তথ্য পরিবেশন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। দন্ডবিধি, ১৮৬০-এর ধারা ৫০০। ন্যায় বিচারপ্রার্থী ব্যক্তিদের সম্মান রক্ষায় বিভিন্ন আইনে রুদ্ধদার কক্ষে সাক্ষ্য গ্রহন বা বিচার প্রক্রিয়া পরিচালনার বিধান রয়েছে। সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ অনুযায়ী বিরক্তিকর ও সম্মানহানী ঘটায় এমন বিষয়ে বক্তব্য প্রদান বা প্রশ্ন জিজ্ঞাসার বিষয়ে নিষিদ্ধতা আছে। জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা, ২০১৪ এর ৩.৬.৬ এবং ৫.১.৩ নং দফায় ধর্ষণের শিকার নারী ও শিশুর ছবি এবং কোন ব্যক্তি সম্পর্কে অসম্মানজনক তথ্য প্রকাশে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। প্রেস কাউন্সিল আইন, ১৯৭৪-এর ধারা ১১(২)(খ) দফায় একটি আচরনবিধি প্রণয়নের বিধান সংযোজিত রয়েছে। সর্বোপরি, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১ অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের সমান আইনী সুরক্ষা লাভের মৌলিক অধিকার রয়েছে। তবে এসব আইনীবিধান সমূহের প্রয়োগ সন্তুষজনক নয়। যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে অপরাধের শিকার ভিকটিম-এর পরিচয় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এবং এর ফলশ্রুতিতে ভিকটিম পুনরায় বিব্রতকর এবং অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির সম্মুখিন হচ্ছে। এমতাবস্থায় ভুক্তভোগীদের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহল উদ্বিগ্ন এবং এই পরিস্থিতির থেকে উত্তরনের জন্য এই সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

পরামর্শ সভায় ড. গীতিআরা নাসরিন অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, "গণমাধ্যম কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পেশাদার ও দায়িত্বশীল করার দায়িত্ব প্রেস ইনস্টিটিউট ও মিডিয়া হাউজগুলোকে নিতে হবে। পাশাপাশি গণমাধ্যমের অধিকার ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধির জন্য সকল নাগরিক ও পেশাজীবী সংগঠণগুলোকে একত্রীতভাবে কাজ করতে হবে।"

ডঃ মফিজুর রহমান, চেয়ারম্যান, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বলেন, প্রত্যেকটি সংবাদ সংস্থার একটি প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালা থাকা উচিত যে, তারা কিভাবে কোনো আপরাধের বা স্পর্শকাতর খবর কিভাবে প্রকাশ করবে। পাশাপাশি তিনি জাতীয় সম্প্রচার কমিশন প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন।

উন্নয়ন কর্মী শিপা হাফিজা, গণমাধ্যম একটি স্পর্শকাতর খবর কিভাবে প্রকাশ করবে সেটার একটি গাইডলাইন প্রণয়ন প্রয়োজন।

প্রথম আলো পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক মিজানুর রহমান বলেন, "সকল গণমাধ্যমের সম্পাদক সমিতির সাথে সহিংসতার শিকার ও অভিযুক্তের পরিচয় প্রকাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির উপর এর কুপ্রভাব সম্পর্কে সচেতনামূলক সভা করা প্রয়োজন।"

স্বাগত বক্তব্যে ব্যারিস্টার সারা হোসেন বলেন, "শুধু সহিংসতার শিকার ব্যক্তির প্ররিচয় প্রকাশ নয়, বরং অপরাধ প্রমাণের পূর্বে যেকোন অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশের মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত না করার বিষয়েও পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন। তিনি আদালতের কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদনের মাধ্যমে যাতে বিচারপ্রার্থীর একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় প্রকাশিত না হয় সে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।"

সভায় গণমাধ্যম কর্মী, উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি ও আইনজীবী সহ মোট ৩০ জন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন।

বার্তা প্রেরক
মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক (এডভোকেসি এন্ড কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট
মোবাইল নং: ০১৭৭৬০৬০১১৩
ই-মেইল: mahbuba@blast.org.bd